

শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রাসঙ্গিকতা
জয়ন্ত বিশ্বাস

গবেষক, শিক্ষা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অমিতাভ ভৌমিক

সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক দিক বলতে বোঝায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, চাহিদা, আগ্রহ, বুদ্ধি, মনোভাব, প্রেষণা - ইত্যাদিকে। শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক দিকসমূহ অতি গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষার্থীর যথাযথ মানসিক বিকাশ না ঘটলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কারণ শিক্ষা হল,- শিক্ষার্থীর সর্বাসীদ বিকাশ। সব ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ পরিমাপ করা সম্ভব। এই মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি পরিমাপ করা যায় বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে। একজন শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। কারণ শুধুমাত্র প্রজ্ঞার বিকাশ যথাযথ মানুষ হওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়। শুধুমাত্র শিক্ষকই নয় পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী, অভিভাবক,- প্রভৃতিরও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথন সংক্রান্ত যে বিভিন্ন শ্লোক রয়েছে, সেই শ্লোক গুলির মধ্যে বেশ কিছু শ্লোক মনস্তত্ত্ব সম্মত। তাই এই সমস্ত শ্লোকগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের পক্ষে সহায়ক। বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমেও এই শ্লোক গুলিকে প্রত্যক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এই শ্লোক সমূহের মর্মার্থ কবিতা, গল্প, উপন্যাস, বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করা সম্ভব। সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদগীতা বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের ক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

Keywords : শ্রীমদ্ভগবদগীতা, মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ।

ভূমিকা:

ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ অতি গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন সেগুলি হলো, - ব্যক্তিত্ব, মনোযোগ, আগ্রহ, প্রবণতা, সমতা, সৃজনশীলতা, বুদ্ধি-ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একজন শিক্ষকের উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি শিক্ষকের কর্তব্য হল,- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটানো

শিক্ষণের মাধ্যমে। বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রমিক ও সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, চাহিদা, বয়স, মানসিকতা,, বংশধারা,- ইত্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এগুলির উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীদের প্রজ্ঞামূলক মনস্তাত্ত্বিক, প্রক্ষোভমূলক,নৈতিকতাবোধ,মূল্যবোধ -ইত্যাদি বিকশিত হয়। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে যে ধরনের মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধ গুলি জাগ্রত হয় সেই মূল্যবোধ গুলি যাতে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের মনে গ্রথিত হয় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য যেমন পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, ঠিক তেমনি উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বর্তমানে আমাদের যে পাঠ্যক্রম প্রচলিত রয়েছে তা মূলত প্রজ্ঞাকেন্দ্রিক, অর্থাৎ এগুলি বিভিন্ন বিষয়গত দিকের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে। পাঠ্যক্রমে ব্যবহারিক দিকের গুরুত্ব অনেকটাই কম। তাই এই ধরনের পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথ মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের সহায়ক নয়। পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। একজন শিক্ষকের যদি তার নিজস্ব বিষয়ে আগ্রহ না থাকে, বিষয়ের প্রতি যদি যথাযথ মনোভাব না গড়ে ওঠে, তার মধ্যে যদি সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে, তিনি যত বড় ডিগ্রিধারী হন না কেন তিনি কখনই উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারেন না। তাই উপযুক্ত শিক্ষক- শিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষকদের শিক্ষা পেশার প্রতি আগ্রহী করে তোলা দরকার। একজন উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে যেমন তার বিষয়গত জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটতে পারেন, তেমনি বিভিন্ন ধরনের মানসিক বিকাশে প্রয়োজনীয়ভাবে সাহায্য করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা হবে,- friend philosopher and guide, শিক্ষক তার পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষাদান কে আকর্ষণীয় করে তুলবেন, যা শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে সাহায্য করবে। আবার শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে প্রশাসক,অভিভাবক এদের ভূমিকাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নমনীয়তার প্রয়োজন। নমনীয়তা, গতিশীলতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, দায়বদ্ধতা- ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে। প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকের শিক্ষকদের প্রতি যেমন দায়বদ্ধতা আছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের প্রতিও দায়বদ্ধতা থাকা দরকার। আবার শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক যদি মধুর হয় তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহজে বিভিন্ন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ সম্ভব। শিক্ষক,প্রশাসক ছাড়াও যারা অভিভাবক রয়েছেন তারাও যদি তার নিজের পুত্র বা কন্যাকে যথাযথভাবে পরিচালনা করেন তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক মূল্যবোধ গড়ে উঠতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রশাসক, প্রত্যেকে সহানুভূতি এবং সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটবে। তাই বিবেকানন্দের ভাষায়,- চরিত্রগঠনই হবে মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের মূল মন্ত্র।

শ্রীমদভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষকের ভূমিকায় রয়েছেন এবং অর্জুন হলেন শিক্ষার্থী। অর্জুন যখন যুদ্ধকালে তার আত্মীয়-স্বজনকে নিধন করতে দ্বিধাগ্রস্ত তখন অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ গুলি দিচ্ছেন সেগুলি শ্লোকের মাধ্যমে ভগবত শ্রীমদভগবদগীতায় উল্লেখিত রয়েছে। সেই লোকগুলির মর্মার্থ বিভিন্ন ধরনের মানসিক বিকাশে সাহায্যকারী। প্রতিটি শ্লোকের মর্মার্থের বিস্তৃতি বা

ব্যাপকতা যদি যথাযথভাবে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পারে তবে এই শ্লোকগুলি মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন শ্লোক বিভিন্ন অর্থ বহন করে, সেইসব দিকে নজর দেখেই গবেষক গবেষণা পত্রটিকে এমন ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে যাতে মর্মার্থ যুক্ত শ্লোকে উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এটিই গবেষণাপত্রটির মূল উদ্দেশ্য। এই গবেষণাপত্র টিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানসিক বিকাশ তথা ব্যক্তিত্ব, প্রকোভ, সমতা প্রেষণা ইত্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলিকে শ্লোকের মাধ্যমে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা। তবে গবেষক এই শ্লোকগুলিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়নি, তবে সবগুলির মর্মার্থকে উপলব্ধি করে যাতে শিক্ষার সমস্ত স্তরের পাঠ্যক্রম তৈরি করা যায় এবং শিক্ষকদের সেরকমভাবেই প্রশিক্ষিত করা যায় তার উপরেই গুরুত্বপূর্ণ প্রদান করা হয়েছে। তাই বলা যায় বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে যেখানে মূল্যবোধের সংকট দেখা যাচ্ছে সেখানে শ্রীমদভগবদগীতা আজও প্রাসঙ্গিক।

উদ্দেশ্য:

- i) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যাসলোর প্রেষণাতত্ত্বের গুরুত্ব পর্যালোচনা করা।
- ii) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বের গুরুত্ব পর্যালোচনা করা।
- iii) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকোভের গুরুত্ব ও পর্যালোচনা করা।
- iv) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে সমতার গুরুত্ব ও পর্যালোচনা করা।

গবেষণামূলক প্রশ্নঃ

- i) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যাসলোর প্রেষণাতত্ত্বের গুরুত্ব কি পর্যালোচনা করা সম্ভব?
- ii) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বের কি কোনও গুরুত্ব রয়েছে?
- iii) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকোভের গুরুত্ব কি পর্যালোচনা করা সম্ভব?
- iv) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে সমতার গুরুত্ব ও পর্যালোচনা করা যায়?

শিক্ষা উপকরণ ও কৌশল:

i) শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক যেগুলি মনস্তাত্ত্বিক দিকের ক্ষেত্রে কার্যকরী।

ii) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে গৌণ উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

পদ্ধতি: এটি একটি গুণগত তত্ত্ব মূলক পত্রিকা। এক্ষেত্রে বর্ণনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ:

i) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যাসলোর প্রেষণাতত্ত্বের গুরুত্ব:

আব্রাহাম ম্যাসলো চাহিদার ক্রমপর্যায় তত্ত্বে শারীরবৃত্তীয় চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, ভালোবাসা ও একাত্মতার চাহিদা, আত্ম সম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা এগুলিকে পিরামিডের আকারে প্রকাশ করেছেন। যার সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে,-শারীরবৃত্তীয় চাহিদা এবং দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে নিরাপত্তার চাহিদা। শ্রীমদভগবদগীতাতে এই দুটি স্তর মিলিয়ে যে স্তর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেটি হলো,- রজঃ স্তর অর্থাৎ কর্মে আসক্তি সৃষ্টি যা অর্থ উপার্জনে সাহায্য করে এবং এর দ্বারা শারীরবৃত্তীয় চাহিদা এবং নিরাপত্তার চাহিদা পরিতৃপ্ত হয়। তাই শ্রীমদভগবদগীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের 12 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,-

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।

রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ (শ্রীমদ্ভগবদগীতা 14 অধ্যায়, শ্লোক নম্বর 12)⁴

এর অর্থ হল,-রজঃ গুণ থেকে কামনার উৎপত্তি। রজঃ গুণের বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোভ, শান্তির অভাব, অর্থের প্রতি আসক্তি - ইত্যাদি মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ম্যাসলোর চাহিদার ক্রমপর্যায় তত্ত্বে প্রথম দুটি স্তর গীতার শ্লোকে উল্লেখিত রজঃ গুণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। আবার ম্যাসলোর চাহিদার ক্রমপর্যায় তত্ত্বে তৃতীয় স্তরটি হলো ভালোবাসা ও একাত্মতার চাহিদা। এটি তম গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। শ্রীমদভগবদগীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হয়েছে,-

সত্ত্বাৎসঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোজ্ঞানমেব চ॥ (শ্রীমদ্ভগবদগীতা 14 অধ্যায়, শ্লোক নম্বর 17)⁴

তম গুণের বৃদ্ধি করলে মানুষ তার দ্বারা বশীভূত হয়ে বিভিন্ন ষড়রিপুর প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে। ম্যাসলোর তত্ত্বে চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশের চাহিদার সাথে গীতার শ্লোকে উল্লেখিত সত্ত্ব গুণের কথাই বলা হচ্ছে। শ্রীমদভগবদগীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে,-

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎপ্রকাশকমনাময়ম্।

সুখসঙ্গেন বদ্ধাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥(শ্রীমদ্ভগবদগীতা 14 অধ্যায়, শ্লোক নম্বর 6)⁴

যার অর্থ হল সত্ত্বগুণ নির্মল এবং এর দ্বারাই পরমাত্মার জ্ঞান লাভ সম্ভব। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পেলে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্ম শ্রদ্ধার চাহিদা চরিতার্থ হয়। সত্ত্বগুণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। সুতরাং শ্রীমদভগবদগীতায় ম্যাসলোর চাহিদার ক্রমবিকাশ তত্ত্বকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মৌলিক চাহিদা পরিতৃপ্ত করার পরে তাদের মধ্যে যে বোধ জন্মায় তার সর্বোৎকৃষ্ট পরিতৃপ্তি লাভ হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্ম শ্রদ্ধার মাধ্যমে। সুতরাং বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে এমনভাবে বিষয়বস্তু সমূহকে বিন্যস্ত করা দরকার যাতে তাদের মধ্যে বিভিন্ন চাহিদা পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকে এবং সবশেষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথ মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। গবেষক এক্ষেত্রে শ্রীমদভগবদগীতার লোকগুলিকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলছেন না, তবে এই শ্লোকগুলির মর্মার্থকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম তৈরি করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ii) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ফ্রেয়েডিয়ান তত্ত্বের গুরুত্ব:

ফ্রেড ব্যক্তিত্ব গঠনে যে পাঁচটি স্তরের কথা বলেছেন সেগুলি হলো,- মানসিক ক্রিয়ার স্তর, প্রেষণা, অন্তঃস্বন্দ, যৌন চেতনার ক্রমবিকাশ। এর মধ্যে প্রথম চারটি স্তর গীতার শ্লোকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কিন্তু পঞ্চম স্তরটিকে গীতার শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ইদমঃ

‘ইদম্’ অর্থে মানুষের যে আদিম প্রবৃত্তি তাকেই বোঝানো হয়, যা সুখ ভোগের নীতি দ্বারা পরিচালিত। ব্যক্তির চেতন মনের বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক ইচ্ছা যেমন কামনা, বাসনা, হিংসা, -ইত্যাদি প্রবৃত্তি গুলি ইদম্- এ আশ্রয় নেয়। শ্রীমদভগবদগীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে বলা হয়েছে,-

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষণসঙ্গসমুদবম্।

তন্নিবদ্ধাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥

অর্থাৎ রজোতন্নিবদ্ধাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ (শ্রীমদ্ভগবদগীতা 14 অধ্যায়, শ্লোক নম্বর 7)⁴

রজোগুণ কামনা বাসনা, দর্প -ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিষয়ের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রজোগুণ এবং ইদম্ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে রজোগুণ জাগ্রত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বস্তরের পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা দরকার। শিক্ষার্থীরা যেমন পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে ইদম্ সম্পর্কে অবহিত হবে ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রজোগুণ যতটা সম্ভব পরিহার করা দরকার।

অহম:

ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বে বলা হয়েছে জন্মের সময় শিশুর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইদম দ্বারা পরিবৃত্ত থাকে। তবে শিশু যত বড় হতে থাকে তত বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়, ফলে শিশুর মধ্যে বিচার যুক্তি এবং যুক্তিশক্তি জাগ্রত হয় যাকে ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বে অহম বলা হয়েছে। অহম ইদমের অবাঞ্ছিত কামনা বাসনা গুলিকে অবদমিত এবং নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রীমদভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৬ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,-

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েত॥ (শ্রীমদভগবদগীতা ষষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক নম্বর ২৬)^৪

এই শ্লোকের অর্থ হলো, একজন যোগী তার চঞ্চল ও অস্থির মন যে বিষয়ে ধাবিত হয় সেই বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে আত্মাতে স্থির করবেন। সুতরাং একজন ব্যক্তির অস্থির মনকে স্থির করতে হলে তার মধ্যে ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্ব অনুযায়ী অহম এর বিকাশ ঘটাতে হবে। সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই মনের অস্থিরতা দূর করে স্থিতিশীল হওয়ার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। পাঠ্যক্রম তো এমন ভাবে নির্বাচন করা দরকার যাতে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোককে যথাযথভাবে কার্যকরী করা যায়।

অধিসত্তা:

ব্যক্তিত্বের যে অংশ নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় তাই হল অধিসত্তা। বিবেকের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে অধিসত্তা। এটি হলো মনুষ্যত্বের চরম উন্নতির মূল ভিত্তি। বাবা,মা,শিক্ষক, গুরুজন,- ইত্যাদির কাছ থেকে সং জীবন যাপনের জন্য যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাই হলো অধিসত্তা। অধিসত্তা ইদমের কামনা-বাসনা গুলিকে দমন করে। ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য এবং সু ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে অধিসত্তার প্রয়োজন। শ্রীমদভগবদগীতায় যা বলা হয়েছে তার একটি শ্লোকের মাধ্যমে উল্লেখ করা যায়,-

সর্বদ্বারেষু দেহেশ্বিন্দ্রপ্রকাশ উপজায়তে।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ (শ্রীমদভগবদগীতা ১১ অধ্যায়, শ্লোক নম্বর ১৪)^৪

উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা বলা হয় জ্ঞানের আলোকে জড় দেহের ইন্দ্রিয় দ্বারগুলিতে সত্ত্ব গুণের প্রকাশ অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয় রূপে দ্বার বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে সমস্ত ব্যক্তির গুণাবলী জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং যার ফলে ব্যক্তি সংপথে পরিচালিত হয় তাই হল সত্ত্ব গুণ। তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে সত্ত্ব গুণের বিকাশ ঘটানো দরকার। সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা ব্যক্তিত্বের যে বিভিন্ন দিকগুলি প্রকাশিত হয় তার মধ্যে রজঃ ও তমো গুণকে যথাসম্ভব পরিহার করে সত্ত্ব গুণের বিকাশের মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বকে গড়ে তোলা দরকার। এই সত্ত্বগুণ বিকাশ করতে হলে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। ব্যবহারিক দিক থেকেও

মানুষকে তাত্ত্বিক গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। যা একমাত্র সম্ভব ধ্যানের মাধ্যমে। অধিসত্তা গুণটিকে যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের মনে প্রবেশ করানোর জন্য পাঠ্যক্রম হতে হবে যথাযথ। পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা থাকলেও যোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার, যা মানুষকে ধীর, স্থির, অন্তরিন্দ্রিয় চেতনা ও বোধশক্তির বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্ত্ব গুণের বিকাশের ক্ষেত্রে গবেষক বলতে চেয়েছেন সত্ত্ব গুণের বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্ম আচরণ সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দেওয়া নয় তারা যাতে শুভবুদ্ধির সাহায্যে সং-অসং কর্তব্য ও কর্তব্য বিষয়ে সচেতন হতে পারে তার প্রচেষ্টা হতে হবে। তাই ইদম, অহম, এবং অতিসত্ত্ব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতার উল্লেখিত বিভিন্ন শ্লোক যেখানে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কেন্দ্রিক শ্লোক গুলিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করা যায় এবং জীবনের অন্ধকারময় দিকগুলিকে পরিত্যাগ করে একজন শিক্ষার্থী সুস্থ জীবন যাপনের অধিকারী সম্পন্ন মানুষ হতে পারে তার প্রচেষ্টা করা দরকার।

iii)) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রক্ষোভের গুরুত্ব:

প্রক্ষোভ: প্রক্ষোভ একটি শক্তি যা মানব জীবনে সব সময় উপস্থিত। মানব সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের সন্তোষ- অসন্তোষ, সুখ- বিপর্যয়, ভয় -নির্ভয়, শান্তি- সংঘর্ষ- ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রক্ষোভের মুখোমুখি হতে হয়। এরমধ্যে অহিতকর প্রক্ষোভগুলিকে পরিহার করে হিতকর

প্রক্ষোভের মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করা প্রয়োজন। শ্রীমদভগবদগীতায় যে সমস্ত শ্লোকগুলি রয়েছে সেগুলিতে মানব সমাজের ন্যায়, শান্তি, সহিংসা এবং সহযোগিতা বজায় রাখার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদভগবদগীতায় বর্ণিত উপদেশ ও মার্গ নির্দেশ মানব চরিত্রের উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে, যাতে মানুষ প্রকৃতির এবং অন্যান্য মানুষজনের প্রতি সঠিক মনোভাব ও ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারে। তবেই একজন মানুষ মানবিক এবং নৈতিক মানুষ হিসেবে উন্নত হতে পারে। শ্রীমদভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 47 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,-

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোস্ত্বকর্মণি॥ (শ্রীমদ্ভগবদগীতা 2 অধ্যায়, শ্লোক নম্বর 47)⁴

এই শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ বলতে চেয়েছেন,- সধর্ম বিহিত কাজে মানুষের অধিকার আছে ঠিকই কিন্তু কর্মফলে মানুষের কোন অধিকার নেই। কখনো নিজেকে যেমন কর্ম ফলের হেতু মনে করা উচিত নয়, তেমনি স্বধর্মের আচরণ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। সুতরাং এই শ্লোকটি মানুষের ভালো কাজের প্রতি আস্থা, ধৈর্য - এই প্রক্ষোভগুলিকে প্রকাশ করে। একজন শিক্ষার্থীর স্বধর্ম হল, পাঠ অধ্যয়ন করা এবং শিক্ষকের কাজ হলো যথাযথভাবে পাঠ প্রদান করা। এই দুটি কাজ থেকে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়েই এই কাজের উপর আস্থা রাখা প্রয়োজন, যা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয় পক্ষেরই হিতকর। শ্রীমদভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 67 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,-

ইন্দিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোবিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি।। (শ্রীমদ্ভগবদগীতা 2 অধ্যায়, শ্লোক নম্বর 67)⁴ 67/2

প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যেমন অস্থির করে তেমনি সদা বিচরণকারী ইন্দিয়ের আকর্ষণেও মন অসংযত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকেও হরণ করতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অসং উপায় অবলম্বন কোন শিক্ষার্থীর মনে যে প্রভাব সৃষ্টি করে তা তার মন থেকে প্রজ্ঞাকে হরণ করতে পারে। তাই প্রতিকূল বায়ু যাতে প্রবাহিত না হয় সেদিকে নজর দেওয়া একজন শিক্ষক, প্রশাসক প্রত্যেকেরই উচিত। আবার শিক্ষক ও প্রশাসকের মধ্যে যাতে নিরপেক্ষতার অভাবজনিত প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি না হয় তার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখা দরকার। সুতরাং শ্রীমদভগবদগীতার শিরক সমূহ হিতকর এবং অহিতকর প্রক্ষোভের মধ্যে পার্থক্য করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যথাযথ উন্নতি সাধনে সাহায্য করে।

iv) শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে সমতার গুরুত্ব:

সমতা:

বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে ধনী, দরিদ্র, বুদ্ধিমান এবং অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে অপরের থেকে উন্নত হওয়ার চেষ্টা করে। সুস্থ প্রতিযোগিতা শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে একে অপরকে হেয় করার প্রচেষ্টা মোটেই সুখকর নয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে ধনী, দরিদ্র, শ্রেণী, জাতি, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় - ইত্যাদিকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের মধ্যে সমতা আনা উচিত। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশাসক পাঠ্যক্রম সবগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যক্রম এমন হওয়া উচিত নয় যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। শ্রীমদভগবদগীতাতে সমতা সংক্রান্ত শ্লোকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমদভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 48নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,-

যোগস্থঃ কুরু কর্মণি সঙ্গং তত্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।(শ্রীমদ্ভগবদগীতা 2 অধ্যায়, শ্লোক নম্বর 48)⁴

শ্লোকটির মর্মার্থ হল,- অর্জুন যেন ফলের আসক্তি বর্জন করে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করেন। যোগের মাধ্যমে কর্ম করে, অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন কর্মসম্পন্ন হোক বা না হোক, ফলপ্রাপ্তি হোক বা না হোক, সিদ্ধি লাভ হোক বা না হোক, নিজের কর্তব্য পালন সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে সর্বদা সমাজের কথা ভাবতে হবে। কারণ সমাজের উন্নতি হলে দেশ তথা জাতির উন্নতি ঘটবে তবেই সমতা আসবে। শ্রীমদভগবদগীতাতে বলা হয়েছে,- নিজের জন্য কাজের চেয়ে সমতাই হলো উৎকৃষ্ট কাজ। শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা এলেই একমাত্র একজন শিক্ষার্থী নিজেকে সং ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। শিক্ষা কেবলমাত্র ডিগ্রী অর্জন করা নয়, চাকরির জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই নয়, বরং শিক্ষার মাধ্যমে নিজের বোধ বুদ্ধির মধ্যে

সমতাবোধ জাগ্রত করা। সুতরাং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবারই মধ্যে যদি সমতা স্থাপন করা যায় এবং প্রত্যেককে যদি একই রকম ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তবেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে। তবে এর মাধ্যমে সব শিক্ষার্থী একই রকমের প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। সুতরাং ফলপ্রাপ্তি যাই হোক না কেন শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করাই হলো সমতার প্রধান লক্ষ্য। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরবর্তী বিভিন্ন কমিশন, কমিটি সমতার উপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে। তথাপি শিক্ষাক্ষেত্রে পুরোপুরি সমতানা সম্ভব হয়নি। সমতান্ত্রিক প্রয়োজন উপযুক্ত জাতীয়তাবোধ তৈরি, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কার মুক্ত মন ইত্যাদি। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে সমতা আনার ক্ষেত্রে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকগুলিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা এবং তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিককে সমতা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করা উচিত।

উপসংহার:

শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমদভগবদগীতার বিভিন্ন শ্লোকের অবতারণা করা হলো যেগুলি প্রেষণা সংক্রান্ত ম্যাসলো তত্ত্বকে, ব্যক্তিত্বের ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে। মনস্তাত্ত্বিক দিকের মধ্যে আরও দুটি দিক আলোচিত হয়েছে সে দুটি হল,- প্রক্ষোভ এবং সমতা। শিক্ষার্থীদের যথাযথ চারিত্রিক দিকের বিকাশ গঠন করতে হলে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোক সমূহের মর্মার্থ জানা প্রয়োজন শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রত্যেককে। এছাড়াও অন্যান্য অনেক মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে যেগুলি দেখানো সম্ভব হলো না।

Bibliography:

1. Singh Pratap & Gambhir Victor(2023), "Including the pedagogies from Bhagavad Gita FOR Improving human behavior," Journal for Reattach Therapy and Developmental DIVERSITIES, 6(1), 59-66
2. Mahajan, A & Durga S.(2021), *Bhagavad Gita a Substantial Provenance Of Understanding And Motivation For Ralph Waldo Emerson*, International Journal Of Disaster Recovery And Business Continuity, 12(1), 1220-1227
3. Mandal Tanmay (2021), *Relevance of Moral Values Depicted in Srimad Bhagavad Gita*, "National Journal of Hindi & Sanskrit Research, 1(35), 67-70, www.sanskritarticle.com
4. ভট্টাচার্য, রমানাথ,(2020), 'শ্রীমদভগবদগীতা', কোলকাতা-৭, সজল পুস্তকালয়।
5. Kalta, Satyajit(2018), "Reflection On Philosophy of value oriented Education Regarding the teaching of Bhagavadgita," IOSR Journal of Humanities and social science(IOSR -JHSS), 23(5), 01-06, www.iosrjournals.org
6. Singh, S. (2016), *Pedagogy Of Value Education In The Light Of Teaching Of The Bhagavad Gita*, Educational Quest: An Int. J. Of Education And Applied Social Science , 7(3)